

নবীদের কাহিনী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ১৪-১৫. হযরত মূসা ও হারূণ (আলাইহিমাস সালাম) রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

নয়টি নিদর্শন

আল্লাহ বলেন, 101 إسراء (إسراء (إسراء 'আমরা মূসাকে নয়টি নিদর্শন প্রদান করেছিলাম' (ইসরা ১৭/১০১; নামল ২৭/১২)। এখানে 'নিদর্শন' অর্থ একদল বিদ্বান 'মু'জেযা' নিয়েছেন। তবে ৯ সংখ্যা উল্লেখ করায় এর বেশী না হওয়াটা যরূরী নয়। বরং এর চেয়ে অনেক বেশী মু'জেযা তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। যেমন পাথরে লাঠি মারায় ১২টি গোত্রের জন্য বারোটি ঝর্ণাধারা নির্গমন, তীহ্ প্রান্তরে মেঘের ছায়া প্রদান, মান্না-সালওয়া খাদ্য অবতরণ প্রভৃতি। তবে এ নয়টি ছিল অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা ফেরাউনী সম্প্রদায়কে প্রদর্শন করা হয়েছিল।

আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) উক্ত ৯টি মু'জেযা নিম্নরূপে গণনা করেছেন। যথা- (১) মূসা (আঃ)-এর ব্যবহৃত লাঠি, যা নিক্ষেপ করা মাত্র অজগর সাপের ন্যায় হয়ে যেত (২) শুল্র হাত, যা বগলের নীচ থেকে বের করতেই জ্যোতির্ময় হয়ে সার্চ লাইটের মত চমকাতে থাকত (৩) নিজের তোতলামি, যা মূসার প্রার্থনাক্রমে দূর করে দেওয়া হয় (৪) ফেরাউনী কওমের উপর প্লাবণের গযব প্রেরণ (৫) অতঃপর পঙ্গপাল (৬) উকুন (৭) ব্যাঙ (৮) রক্ত এবং অবশেষে (৯) নদী ভাগ করে তাকে সহ বনু ইম্রাঈলকে সাগরডুবি হ'তে নাজাত দান। তবে প্রথম দু'টিই ছিল সর্বপ্রধান মু'জেযা, যা নিয়ে তিনি শুরুতে ফেরাউনের নিকটে গিয়েছিলেন (নমল ২৭/১০, ১২)।

হাফেয ইবনু কাছীর 'তোতলামী'টা বাদ দিয়ে 'দুর্ভিক্ষ'সহ নয়টি নিদর্শন বর্ণনা করেছেন। অবশ্য ফেরাউন সম্প্রদায়ের উপরে আরও একটি নিদর্শন এসেছিল 'প্লেগ-মহামারী' (আ'রাফ ৭/১৩৪)। যাতে তাদের ৭০ হাযার লোক মারা গিয়েছিল এবং পরে মূসা (আঃ)-এর দো'আর বরকতে মহামারী উঠে গিয়েছিল। এটাকে গণনায় ধরলে সর্বমোট নিদর্শন ১১টি হয়। তবে 'নয়' কথাটি ঠিক রাখতে গিয়ে কেউ তোতলামি ও প্লেগ বাদ দিয়েছেন। কেউ দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ বাদ দিয়েছেন। মূলতঃ সবটাই ছিল মূসা (আঃ)-এর নবুঅতের অকাট্ট দলীল ও গুরুত্বপূর্ণ মু'জেযা, যা মিসরে ফেরাউনী সম্প্রদায়ের উপরে প্রদর্শিত হয়েছিল। এগুলি সবই হয়েছিল মিসরে। অতএব আমরা সেখানে পৌঁছে এসবের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করব ইনশাআল্লাহ।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=4382

🚨 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন